কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩১তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর ৩১তম সভা গত ১১/৫/৯৭ খ্রি. (২৮/১/১৪০৪ বাং) তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী সভাপতি, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হলো।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব গোলাম আহমেদকে অনুরোধ করেন। আলোচ্য বিষয় অনুসারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ৩০তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনকরণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩০তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৫-২-৯৭ খ্রি. তারিখের ১৬৪ (১৭) নং স্মারকের মাধ্যেমে কমিটির সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর অদ্যাবধি কোন মন্তব্য বা মতামত কোন সদস্যের নিকট থেকে পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩০তম সভার কার্যবিবরণী পরিসমর্থন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৩০তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়নের অগ্রগতি।

ক) দেশের এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনওয়ারী ধানের জাতসমূহের চাষীদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা এবং উপযোগিতার নিরীখে রিকমেন্ডেন্ট লিষ্ট ৩০শে এপ্রিল/৯৭ এর মধ্যে তৈরীর জন্য একটি কমিটি করা হয়েছিল। কমিটি হতে কোন প্রতিবেদন/তালিকা পাওয়া যায়নি।

খ) আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সদস্য পরিচালক (শস্য) কে আহক্ষায়ক করে সাত সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। মার্চ/৯৭ মাসের মধ্যে সুপারিশ তৈরী সম্পন্ন করার কথা। এখনও কোন সুপারিশ পাওয়া যায়নি।

গ) নটিফাইড ফসলের প্রতিটির জন্য পৃথক মাঠ মুল্যায়ন ছকপত্র এবং জাত ছাড়করণ আবেদনপত্র এপ্রিল/৯৭ এর মধ্যে তৈরীর জন্য একটি কমিটি করা হয়েছে। কমিটির কোন প্রতিবেদন পাওযা যায় নি।

ঘ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং টি সি আর সি এর যথাক্রমে ধান ও আলুর জাত ছাড়করণের জন্য এ সভার পূর্বে কারিগরি কমিটির একটি বিশেষ সভা আহক্ষানের কথা ছিল। বিলম্বে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদান এবং ব্রি প্রস্তাব না করার কারণে উক্ত বিশেষ সভা করা হয়নি।

ঙ) নয়টি মাঠ মূল্যায়ন টিমের জন্য সদস্য-সচিব নিয়োগ এবং সদস্যদের ঠিকানার আংশিক সংশোধন করে এসসিএ-কে একটি পরিপত্র জারি করার কথা বলা হয়েছিল। ইতোমধ্যে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ একটি (২.ঙ) বাদে বাকী বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন তারান্বিত হওয়া প্রয়োজন বলে সভা অভিমত ব্যক্ত করে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ কারিগরি কমিটির সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি।

ক) ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতি সুপারিশ কমিটির প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছিল। সুপারিশটি জাতীয় বীজ বোর্ড কারিগরি কমিটিকে পুনঃপর্যালোচনা করে এ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য ও সুপারিশসহ প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেছে।

খ) কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ধান, গম, পাট, আলু এবং আখের মাঠমান ও বীজমান অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভায় আলোচনা হয়েছে। বিষয়টি বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় কে যাচাই করে পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পুনঃউত্থাপন করতে বলা হয়েছে।

গ) কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত "প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণ পদ্ধতি" অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ড ৩৭তম সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং " প্রকৃত আলু বীজের আমদানী পদ্ধতি" হিসাবে অনুমোদন করা হয়েছে। তবে জাত পরীক্ষার ফি ১০,০০০/ স্থলে ৫,৫০০/ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঘ) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত (সি-২৭৮) বিনা দেশী পাট-২ নামে একটি জাত ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভায় জাতটি সারাদেশে আবাদের জন্য ছাড় করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

৩.১ জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট প্রস্তাবিত উক্ত বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা প্রসংগে কারিগরি কমিটি অবহিত হলো।

৩.২ হাইব্রিড জাত ছাড়করণ ও আমদানী এর পর্যালোচনা করে এ সংক্রান্ত তথ্য ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নের কমিটি গঠন করা হলো এবং কমিটিকে ৩০শে জুন/৯৭ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান করতে অনুরোধ করা হলো।

"হাইব্রিড জাত ছাড়করণ ও বীজ আমদানী পদ্ধতি রিভিউ কমিটি"

১। ডঃ লুৎফর রহমান, জ্যৈষ্ঠ অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ	আহ্বায়ক
২। ডঃ এ ডব্লিও জুলফিকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৩। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৪। ডঃ মোহাম্মদ আলী, প্রফেসর, হরটিকালচার, ইপসা	সদস্য
৫। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, মূখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬। জনাব মোঃ কাজী নিজামুল আলম, ব্যবস্থাপক (খামার), কৃষি ভবন, বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ কমিটি গঠন ও কাজের অগ্রগতি।

বিগত ৩০তম সভায় তিনটি কমিটি ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য তৈরী করা হয়েছে কমিটি তিনটি হতে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। সদস্য-সচিব সভাকে জানান ৩০শে এপ্রিল/৯৭ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের শেষ সময় বেধে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কমিটিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে মনোনয়ন বিলম্বে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অদ্যাবধি না পাওয়ায় কমিটিগুলো এখনও কাজ শুরু করতে পারেনি। উপস্থিত সদস্যগণ এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নের কমিটি এবং কমিটির কার্যপরিধি চূড়ান্ত করা হয়।

৪.১ " মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র এবং জাত ছাড়করণ আবেদনপত্র তৈরী কমিটি"

১। সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি	আহবায়ক
২। ডঃ তুলসী দাস, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৩। জনাব এম এ মুত্তালিক মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রজনন বিভাগ (কৃষি), বিজেআরআই	সদস্য
৪। ডঃ আব্দুল আউয়াল, প্রধান ইক্ষু প্রজননবিদ, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঈশ্বরদী	সদস্য
৫। গম গবেষণা কেন্দ্র, নসিপুর, এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৬। ডঃ মোঃ ইকবাল আখতার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর	সদস্য
৭। জনাব মনির উদ্দিন খান, মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য-সচিব

কার্য পরিধি ঃ

১। ধান, গম, পাট, আলু ও আখ ফসলের প্রতিটির জন্য সহজতর এবং পৃথক পৃথক মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র তৈরী করা।

২। ধান, গম,পাট, আলু ও আখ ফসলের প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক জাত ছাড়করণ আবেদন ছক তৈরী।

৩। জুন/৯৭ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন (ছক পত্রসহ) সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করা।

৪.২ " আলু ও আখ এর বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির সুপারিশ তৈরী কমিটি"

১। সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি	আহবায়ক
২। জনাব মোঃ আবু ইছা, উপ-পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই, খামারবাড়ী	সদস্য
৩। ব্যবস্থাপক (টিউবার ক্রপস), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, কৃষি ভবন, ঢাকা	সদস্য
৪। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫। ডঃ ইকবাল আখতার প্রধান গবেষণা কর্মকর্তা, টিসিআরসি, জয়দেবপুর	সদস্য
৬। ডঃ শরীফুর রহমান, প্রধান, প্যাথলোজি বিভাগ, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঈশ্বরদী	সদস্য
৭। জনাব মনির উদ্দিন খাঁন, মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্য পরিধি ঃ

১। আলু ও আখের ব্রিডার, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন পদ্ধতি এবং বীজ পরীক্ষা পদ্ধতি এর পৃথক পৃথক খসড়া তৈরী করা।

২। প্রত্যায়ন কার্যক্রম শুরু করার বিষয়ে সুপারিশ।

৩। জুন/৯৭ এর মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করা।

৪.৩ " ছাড়কৃত ধানের জাত সমূহের রিকমেন্ডেট লিষ্ট তৈরী কমিটি"

১। জনাব এম, এ রশিদ, বিভাগীয় প্রধান (ভারপ্রাপ্ত), ফলিত গবেষণা বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর	আহ্বায়ক
২। ডঃ আলী আলম, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিনা	সদস্য
৩। প্রফেসর ডঃ মোঃ আবদুল খালেক পাটোয়ারী, কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪। জনাব কাজী মোঃ ইদ্রিস, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গবেষণা ও উন্নয়ন), এসআরডিআই প্রকল্প, ঢাকা	সদস্য
৫। জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা, উপ- পরিচালক (সরেজমিন উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কমিটি কর্যপরিধি ঃ

১। দেশের এগ্রো ইকোলজিক্যাল জোনওয়ারী ধানের ছাড়কৃত জাত সমূহের চাষীদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা এবং উপযোগীতার নিরিখে একটি রিকমেন্ডেট লিষ্ট তৈরী করা।

২। জুন/৯৭ মাসের মধ্যে খড়া প্রতিবেদন সদস্য-সচিব কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর নিকট প্রদান করা।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণ।

কারিগরি কমিটির ২৮তম সভা (০৪/১২/৯৫খ্রি.) প্রকৃত আলু বীজের জাত এইচ পি এস-/৬৭ এবং এইচ পি এস-৭/৬৭ দু'টি ছাড়করণের জন্য কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কে জাত দু'টির মাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে। তৎপর ১৯৯৬ মৌসুমে মাঠ মূল্যায়নের জন্য দেশের ৬টি অঞ্চলে ট্রায়াল স্থাপন করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে জাত মুল্যায়ন সম্পন্ন হয়। মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রমে সমন্বয়ের জটিলতার কারণে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। এর ফলে কারিগরি কমিটির ২৯তম ও ৩০তম সভায় জাত দু'টি ছাড়কণের আবেদন দাখিল করার পরও বিবেচনা করা যায়নি। বর্তমানে ৬টি অঞ্চলের প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়া জাত দু'টি বিএডিসি বিভিন্ন খামারে এবং চাষী পর্যায়ে আবাদ হচ্ছে। বি এ ডি সি ও প্রাইভেট সীড ডিলারগণ এ জাত দু'টির স্ব-পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মূল্যায়ন সার সংক্ষেপে যশোর ও ময়মনসিংহ অঞ্চল, এর প্রতিবেদন মন্তব্যে জাত দুটির ওপর ভাল মতামত দেয়া হয়েছে। বাকী অঞ্চলের মন্তব্য সার সংক্ষেপে উল্লেখ নেই। পরিচালক (সরেজমিন), ডি এ ই অন্যান্য অঞ্চলে পুনঃমাঠ মূল্যায়নের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন। সভায় জাত দু'টির মূল্যায়ন ও অন্যান্য গুনাবলীর ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। দেখা যায় এ জাতদ্বয়ের মাঠ পর্যায়ে আবাদ আছে এবং ১৯৯৩ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সীড ডিলার, বিএডিসি এবং টিসি আর সি এর মাধ্যমে ট্রায়াল, প্রদর্শনী ইত্যাদি করে চাষীদের নিকট জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে। বিএডিসি এর বীজ ১৯৯৫ সাল হতে এর বীজ বাজারজাত করছে। কাজেই এ জাতের পুনঃ মানমূল্যায়নে প্রয়োজন নেই বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

প্রকল্প পরিচালক, টি সি আর সি সভায় জানান যে ১৯৮৯ সন হতে এর প্যারেন্টস সি আই পি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের কর্মসূচীর আওতায় সংগ্রহ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বাংলাদেশে আবাদের জন্য নির্বাচন করেছেন। কাজেই জাত দু'টি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর নামে ছাড় করাই যুক্তিযুক্ত। তিনি জাতদ্বয়ের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম চালু আছে এবং বিগত মৌসুমে ২৫ কেজি বীজ টিসিআরসি উৎপাদন করেছে বলে জানান।

জাত দু'টির বিবরণ ঃ

বারি টিপিএস-১ (এইচ পি এস-২/৬৭)ঃ জাতটির জীবনকাল ১০০±৫ দিন। জাতটি প্রকৃত আলু বীজ হতে চারা তৈরী করে সেই চারা মূল জমিতে রোপন করে একই মৌসুমে আলু উৎপাদন করা যায়। অথবা ১ম মৌসুমে ক্ষুদ্র আলু বীজ (Tuberlets) তৈরী করে পরবর্তী মৌসুমে আলু উৎপাদন করা যায়। এতে হেক্টর প্রতি ১০০ গ্রাম প্রকৃত বীজ অথবা ৪০০-৭০০ কেজি টিউবারলেট দরকার হয়। ফলে সহজে পরবর্তী বীজ বাবদ খরচ ৫০% এর কম হয়। ভাইরাস রোগ হয় না। মৌসুম পর্যন্ত সংরক্ষন করা যায়। টিউবারলেট উৎপাদন বিশেষ যত্নের দরকার হলেও টিউবারলেট হতে আলু উৎপাদন সাধারণ আলু উৎপাদন অপেক্ষা সহজ ও খরচ কম। ফলন ডায়মন্ড জাতের সমতূল্য। জাতটির আলু গোল ডিম্বাকৃতির। মধ্যম গভীর চোখ, খোসা উজ্জল হলুদ রং এবং ফুলের রং সাদা। স্প্রাউট প্রথমে সাদা ও ক্রমান্বয়ে পিঙ্ক রং ধারণ করে। এ সকল বৈশিষ্ট দ্বারা জাতটি সনাক্ত করা যায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট-খ দেখা যেতে পারে।

বারি টিপিএস-২ (এইচ পি এস-৭/৬৭) ঃ জাতটির জীবনকাল ১০০ ± ৫ দিনের। উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য গুণাগুণ যথা ফলন, রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা, বারি টিপিএস-১ এর অনুরুপ। তবে জাতটির আলু ডিম্বাকৃতির ও উজ্জ্বল হলুদ রংয়ের শাস, স্প্রাউট বোল্ড ও সাদা, কিন্তু ফুল গোলাপী রংয়ের হয়। জাতটি সনাক্ত করণের সুবিধা আছে। বিস্তরিত তথ্যের জন্য 'পরিশিষ্ট-গ' দেখা যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত ঃ জাত দু'টিকে বারি টিপিএস-১ এবং বারি টিপিএস-২ নামে সারা দেশে আবাদের জন্য ছাড় করা যেতে পারে।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ ব্রি উদ্ভাবিত আমন ধানের জাত ছাড়করণ।
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, গাজীপুর আমন ধানের চারাটি জাত ছাড়করণের আবেদন করেন। জাত চারটির গুণাগুণ সভায় বিস্তারিত আলোচনা এবং তুলনা করে দেখা হয়। আলোচনা কালে নিম্নের দু'টি জাত ছাড়করণের জন্য ভালগুন সম্পন্ন বলে সভা মতামত পোষণ করেন। জাতদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

৬.১ ব্রি ধান-৩৩ (বি জি-৮৫০-২)ঃ
জাতটি কৌলিক সারি বি-জি ৩৮৮ ও বিজি-৩৬৭-৪ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতিট আমন মৌসুমে সারাদেশে আবাদযোগ্য। জীবনকাল ১১৫-৯৯ দিন, ব্রি ধান ৩২ অপেক্ষা ১০-১৫ দিন আগাম। ফলন পরীক্ষা চারা পর্যায়ে করা হয়েছে। গড় ফলন প্রায় ৪টন/ হেঃ। ব্রি ধান-৩২ এর সমতুল্য। দানা খাট (৪.৯ এম এম) এবং দানার আকার বোল্ড। এমাইলোজ ও প্রোটিনের পরিমাণ যথাক্রমে ২৭% এবং ৮%, ব্রি ধান-৩২ এর সমসাময়িক। রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্রি ধান-৩২ এর মতই। আবেদনের তথ্য দেখা যেতে পারে (পরিশিষ্ট-ঘ)।

মাঠ মূল্যায়ন দেশের নয়টি এলাকায় এ জাতের মাঠ মূল্যায়ন গত আমন মৌসুমে সম্পন্ন করেছে। রোগ বালাই এর বিষয় ছাড়া তাঁরা অন্যান্য বিষয়ে ব্রিডার এর দেয়া তথ্যের সাথে একমত। পরিচালক (সরেজমিন) আরো পরীক্ষা করার শর্তসহ সাময়িক অনুমোদন করা যেতে পারে বলে মতামত দিয়েছেন। কিন্তু সাময়িক অনুমোদনের প্রথা এখন চালু নেই। মুল্যায়ন প্রতিবেদন ও প্রজননবিদের দেয়া তথ্য তুলনা করে দেখা হয় এবং জাতটির গুণাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখা যায়। জাতটি ১০-১২ দিন আগাম হওয়ায় চাষীদের আমন কেটে রবি শস্য আবাদে বিশেষ সুফল পাবে।

৬.২ ব্রি ধান-৩৪ (একসেশন নং- ৪৩৪১, খাসকানি) ঃ
প্রার্থী জাতটি দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল যশোর এলাকা থেকে সংগ্রহ করে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কর হয়েছে। সুগন্ধি জাতটি আমন মৌসুমে সারাদেশে আবাদযোগ্য। গড় ফলন প্রায় ২.৫ টন/হেঃ। দানা খাট (৩.৮ এম এম) এবং আকার বোল্ড, কালিজিরা ও বি আর-৫ ধানের অনুরুপ। এমাইলোজ এবং প্রোটিন যথাক্রমে ২৩.৫% এবং ৮.৬% কালিজিরা বা বি আর-৫ অপেক্ষা ভাল। গাছের উচ্চতা ১১৭ সেঃমি। বিএডিসি এর অভিজ্ঞতায় জাতটি দক্ষিণাঞ্চলে আবাদ হচ্ছে। সুগন্ধি জাত হিসাবে জাতটি ছাড়করণ হতে পারে। উপাত্ত যাচাই করে দেখা যেতে পারে (পরিশিষ্ট-ঙ)।
মাঠ মূল্যায়ন টিম দেশের সাতটি এলাকায় মাঠ মুল্যায়ন সম্পন্ন করেছেন। সকল টিম জাতটি ছাড়করণের স্ব-পক্ষে মত দিয়েছেন। জাতটি গুণাবলীর তুলনামূলক আলোচনা কালে দেখা যায় জাতটি স্থানীয় হলেও এর সুগন্ধি ও জনপ্রিয়তা আছে।
সিদ্ধান্ত ঃ
ক) প্রস্তাবিত বিজি-৮৫০-২ কে ব্রি ধান-৩৩ এবং লাইন একসেশন নং- ৪৩৪১ (খাসকানি) কে ব্রি ধান-৩৪ নামে সারা দেশে আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ছাড় করার সুপারিশ করা হলো।
খ) আই আর-৩৩৮০-৭-২-১-৩ এবং বাসমতি-ডি লাইনদ্বয়ের জন্য ব্রি কে আরও পরীক্ষা নিরিক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করা হলো।
আর আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(গোলাম আহমেদ)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা।

১১/৫/৯৭ খ্রি. তারিখ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩১তম সভায় উপস্থিত সদস্য তালিকা ঃ

ক্রঃনং	নাম	পদবী
১।	জনাব হামিজ উদ্দিন আহমেদ	পরিচালক (গবেষণা), বিএআরআই
২।	জনাব ডঃ মুহাম্মদ আবু বাকার	সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি
৩।	জনাব জি এম মঈনুদ্দীন	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ঢাকা
৪।	জনাব মোঃ হাশমতুজ্জামান	ব্যবস্থাপক (উন্নয়ন) , ঢাকা
৫।	জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন	উপ-পরিচালক (বী. পরী), বিএডিসি
৬।	জনাব এ এইচ এস দেলওয়ার হোসেন	পিএসও, বিআরআরআই
৭।	জনাব এ এন এম রেজাউল করিম	পরিচালক (গবেষণা), ব্রি (ভারপ্রাপ্ত)
৮।	জনাব তুলসী দাস	প্রধান, উ.প্রজনন বিভাগ, ব্রি
৯।	জনাব মোঃ আঃ ছালাম	পিএসও, ব্রি
১০।	জনাব মোঃ খায়রুল বাশার	এসএসও এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান, জিআরএস বিভাগ, ব্রি
১১।	জনাব আনোয়ারুল হক	সীড মেনস সোসাইটি অব বাংলাদেশ
১২।	জনাব ডঃ মোঃ নুর হোসেন	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
১৩।	জনাব ডঃ মোঃ ইকবাল আখতার	প্রধান বৈঃ কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গঃ কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর
১৪।	জনাব ডঃ মোহাম্মদ আলী	অধ্যাপক, ইপসা, গাজীপুর
১৫।	জনাব আবদুল মুত্তালিব	সিএসও (ব্রিডিং), বিজেআরআই
১৬।	জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা	উপ-পরিচালক, ডিএই
১৭।	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়
১৮।	জনাব মোঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ	মহাপরিচালক, বিনা
১৯।	জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান	জেষ্ঠ্যতম অধ্যাপক, কৌঃ উঃ প্রঃ বিভাগ, বাকৃবি